জনৈক খ্রিষ্টান নারীর জিজ্ঞাসা মীলাদুন্নবী কী, মুসলিমের নিকট এ দিনের গুরুত্ব কত

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ نصرانية تسأل عن يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما هي أهميته للمسلمين؟ ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد صالح المنجد

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

জনৈক খৃস্টান নারীর জিজ্ঞাসা মীলাদুন্নবী কী, মুসলিমের নিকট এ দিনের গুরুত্ব কত?

প্রশ্ন : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দিন জন্ম গ্রহণ করেছেন, তার গুরুত্ব কী, কখন ও কিভাবে তা পালন করতে হয় ?

উত্তর :

আল-হামদুলিল্লাহ

প্রথমত : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় বের করেছেন। তিনি মানুষদের হাত ধরে গোমরাহী থেকে হিদায়াত ও সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন।

আশা করছি এ প্রশ্ন ইসলাম সম্পর্কে আপনার গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রথম স্তর এবং এ সম্পর্কে জানা ও পড়া-শোনার প্রথম ধাপ। আপনি কুরআনের অনুবাদ পড়ার চেষ্টা করুন, তাহলে এ দ্বীন সম্পর্কে আরও অধিক জানতে পারবেন। সন্দেহ নেই আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের দ্বীনি বোন হয়ে যান, তাহলে আমরা অধিক খুশি হবো।

দ্বিতীয়ত : ইসলাম ধর্মে ইবাদাত কিছু মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নীতি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত কারো ইবাদাত গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর নির্দেশিত ইবাদাত ব্যতীত অন্য পন্থায় যে ইবাদাত করবে, আল্লাহ তার ইবাদাত কবুল করবেন না। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। আয়েশা -রাদিআল্লাহু- আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري (كتاب الصلح/ ٢٤٩٩)

"আমাদের এ দ্বীনে যে নতুন আবিষ্কার করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যক্ত"। [বুখারী : ২৪৯৯]

ঈদ এসব ইবাদাতেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা 'আলা আমাদের জন্য দু'টি ঈদের অনুমোদন দিয়েছেন, এ ছাড়া আর কোন ঈদ উদযাপন করা বৈধ নয়।

ঈদে মীলাদুন্নবী সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যে, এ দিনে ঈদ উদযাপন করার অনুমতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেননি। তিনি নিজে এ দিনে ঈদ উদযাপন করেননি, অনুরূপ তার সাহাবাগণও নয়। অথচ আমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের মহব্বত অধিক ছিল। এ জন্য এ দিনে আমরা ঈদ উদযাপন করব না। এতেই রয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ। আল্লাহ তা 'আলা বলেন :

(وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) سورة الحشر/٧ ،

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও"। সূরা হাশর : (৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

(عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة) رواه أبو داود (السنة٣٩٩١) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " برقم (٣٨٥١) .

"তোমরা আমার সুন্নত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নত আঁকড়ে থাক এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধর। খবরদার ! তোমরা নতুন আবিষ্কৃত বস্তু থেকে দূরে থাক, কারণ প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বস্তু বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী"। [আবু দাউদ : ৩৯৯১], আল-বানি সহীহ আবু দাউদে : (৩৮৫১) হাদিসটি সহীহ বলেছেন।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত যেসব জিনিস দ্বারা প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে তার প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিন বা মীলাদুন্নবী উদযাপন করা তার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

আর যে ব্যক্তি ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করতে চায়, তার উচিত এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করা, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিন সোমবার সিয়াম সাধনার ফজিলত রয়েছে, কিন্তু এটা শুধু ঈদে মীলাদুন্নবীর সোমবার নয়, বরং বছরের প্রতিটি সোমবার এ ফজিলতের অন্তর্ভুক্ত। আবু কাতাদা আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন : "এ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনে আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে"। মুসলিম : (১৯৭৮) সোমবার দিন বান্দার আমল আসমানে উঠানো হয় এবং তা আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়।

মুদ্দাকথা : ঈদে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি আল্লাহ তা'আলা বা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেননি, তাই আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুসারে এ দিনে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা বৈধ নয়। দোয়া করছি, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দান করুন। আল্লাহ ভাল জানেন।

সমাপ্ত